কচিসংসদ

বাংলা সাহিত্যের জগতে পরশুরাম অনবদ্য প্রতিভার গুণে ভাস্বর। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি' প্রভৃতি তাঁর গল্পসমগ্র সকল গ্রন্থ। 'কচিসংসদ' কজ্জলীতেই স্থান পেয়েছে। তাদের সদস্য-পদ পাওয়ার জোরে প্রচার হয়। অভিনব তাদের দীক্ষাপ্রণালী, গভীর প্রার্থনা নিয়মে সমাজে সদস্যমণ্ডলীর এর সম্পর্ক দেয় কচিসংসদের। সদস্যপদ গ্রহণের সময় দীক্ষার্থীকে ১৬ টি ভীষণ শপথ গ্রহণ করতে হয়। সেই সঙ্গে প্রথম তিন নিয়মেই ও একতার চা পান করে সদস্যপদ গ্রহণের প্রণালীর সৃষ্টি হয়। অথচ ১৬ টি শপথ যে সব সব তা নিজেই প্রদান স্বাভাবিক ব্যাপার।

'কচিসংসদ'-এর সভাপতি লেডী এবং সেক্রেটারির পোশাকি নাম। বেনারসের বিখ্যাত ধনী তারকনাথের একমাত্র পুত্র লেডী। হাতকাটা প্রেসিডেন্ট কেঁৎ- লেভীই। সেক্রেটারির পোশাকি নাম নিত্যানন্দ প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় নিচু পোশাকি নাম শুধু পল্টু। অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সিদ্ধেশ্বর সেন, বিলাসিত বাগচী,

Scanned by CamScanner

অনিশ্চিতভাবে, সুজন হালদার, দেবদুল দে, সায়ন্তন
সাহা (মুক্ত) শ্রী গৌতম সামন্তের প্রেম ও বিরহ
নিয়ে লেখা এত যুদ্ধ দিয়ে গেলাম — তাই এই
প্রেম হল একটি শিল্পকার্য, আর মানুষ নারী-
পুরুষ সকলেরই সত্তাকে চিনে। প্রেমে পড়লে
বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়, আবেগের বিষয় উপরে আসে
প্রেম। প্রেমের প্রেক্ষিতে বিরহ দুইটি ① অল্প
বিরহ এবং প্রেম ② অল্প প্রেম এবং বিরহ।

লেখক হ সুধু চরিত্রে, সাথায় চুল
[illegible] নতুন ছবি (ছোটো গাছ), তাঁর লেখা
বিভিন্ন [illegible] নীচে ছোট্ট [illegible] দাড়ি
আছে। আর সবুজ রঙের ধারে [illegible],
তাও বড় বড় সাদা ছবি, [illegible]
[illegible] [illegible] বেগুনি রঙের ছবি, আর
সবই ও ছবি হলো [illegible] সাদা [illegible]।

'আরণ্যক' উপন্যাসের অন্যতম দুইজন উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল - যুগলপ্রসাদ ও [illegible] যেন সাহিত্যকলায় নৃত্য-প্রকৃতি, [illegible] ও [illegible] [illegible] পরিবার। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] প্রেমিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। বিভূতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

'আরণ্যক' [illegible] ও অনন্যতা

প্রেমিক [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] প্রেম ও প্রকৃতির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] প্রকৃতির রূপ [illegible] বর্ণনা দিলেন;

"বাংলার বন-নদী, ঝোপঝাড়, পল্লী-প্রকৃতির
ছুঁয়ে আসছে সৌন্দর্য, লাল মাটির হইতে
উদ্ভূত ফুঁই ফুলের গন্ধ... ছড় ছড় মাঠ,
সারি সারি গাছপালা, ছোট ছোট পাহাড়...
ছোট ছোট নদী নুড়ি- [illegible] অন্যান্য
হইয়াছে, ইহা প্রকৃতির প্রান্তর অতিক্রমের
ধীরে ধীরে প্রদর্শন করিয়াছে,

অসাধারণ বর্ণনায় [illegible] বর্ণনা দেন লেখক [illegible] প্রকৃতির রূপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

Scanned by CamScanner

"I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry,"

মধুসূদনের সমস্ত রচনার প্রারম্ভে ওপরের দিকে একটি হাতি ও একটি সিংহের ছবি থাকত। হাতি প্রাচ্য সভ্যতার প্রতীক আর সিংহ পাশ্চাত্য সভ্যতার। তাঁর সৃষ্টি যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে এ তারই প্রতীক। সংহত স্টাইল-এর প্রতি সচেতন ছিলেন কবি। আঙ্গিক-সচেতনতা আধুনিক কবিদের বৈশিষ্ট্য। মধুসূদনের হাতে বাংলা কাব্যকলা পরিমিত সুষ্ঠু রূপাবয়ব লাভ করেছে। বাংলা কাব্যের জরাতুর জীবনে যৌবনের জয়টীকা পরিয়েছেন মধুকবি।

মাতৃভক্ত কবি মাকে কষ্ট দিয়ে খৃস্টান হলেন। জাহ্নবী দেবীকে পুত্রশোক এবং স্বামীর দেওয়া কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। মধুসূদনের কবিচেতনার মর্মলোকে এই বাঙালি ধর্মের মূর্তিমতী প্রতীক ছিলেন জননী জাহ্নবী। মায়ের উল্লেখমাত্র কবির চিত্ত বেদনার্ত হত।

মধুসূদনের প্রথম বাংলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। ঈশ্বরগুপ্ত অমিত্রাক্ষরকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

বাংলায় অমিত্রাক্ষর রচনা অসম্ভব বলে মন্তব্য করেন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং প্রসঙ্গত, উক্ত পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেন। মধুসূদন জবাব দেন—

"Oh ! it is no reason because old Issur Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it."

[দ্রঃ মধুস্মৃতি / নগেন্দ্রনাথ সোম]

মধুসূদন এই জেদে 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর বাংলায় স্থায়ী আসন করে নিল।

॥ ৩ ॥

রেনেসাঁর কবি মধুসূদন ঃ

কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন ঃ

> "যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল, যাহার ফলে humanities বা মানববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপরে স্থান পাইয়াছিল ; এবং মনুষ্যজীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা humanism-ই মানুষকে এক নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল— আমাদের পক্ষেও তাহা সঞ্জীবন মন্ত্রের মতো কাজ করিয়াছিল। সেই মানবতা বা মর্তপ্রীতির প্রেরণাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়াছিল।"

[দ্রঃ "কবি শ্রীমধুসূদন"]
১ম সং / পৃঃ—১৭

রেনেসাঁর বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিদের মতোই বাংলার নবজাগরণের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও ছিলেন একাধিক প্রতিভাসম্পন্ন। হিসেব করে টাকাপয়সা খরচ করা য়ুরোপের নবজাগরণের যুগের মানুষের স্বভাব ছিল না। বেহিসেবী মধুসূদনও ঠিক তাই। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল ; যেন কবিরই অলিখিত মহাকাব্য কোনো। কবির জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিকে তাঁর 'গ্র্যাণ্ড ফেলো' রাবণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মধুপ্রতিভা একাধারে নাটক, প্রহসন, মহাকাব্য, পত্রকাব্য ও সনেট সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। ইংলণ্ডে রেনেসাঁর কবি শেক্সপীয়র ; বাংলায় মধুসূদন।

Scanned by CamScanner

ভারতবর্ষে উনিশ শতকে যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ঘটেছিল (তা আদৌ 'নবজাগরণ' কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে) তার প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। নবজাগরণের পণ্ডিত বিদ্যাসাগর আর রেনেসাঁর প্রথম কবি বাংলায় শ্রীমধুসূদন। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ই বলেছিলেন :

"...সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও ; তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।

কবি মধুসূদনকে কেন রেনেসাঁর কবি বলব ? সূত্রাকারে আমাদের যুক্তি উল্লেখ করছি :

ক) বাংলা কাব্যে নবজাগরণের আনন্দ ও মুক্তির বার্তা প্রথম ধ্বনিত হল মধুসূদনের কাব্যে। বক্তব্যে নয় চরিত্রসৃষ্টিতে, ব্যক্তিত্বের বিকশনে কাব্যে তিনি আধুনিকতা এনেছেন। রাবণ বা মেঘনাদের মতো নিওক্লাসিক চরিত্র যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমনি পত্রকাব্যের নায়িকাদেরও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দিয়ে তাদের উজ্জ্বল করেছেন।

খ) নারীর প্রতি মধুসূদনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে কলেজজীবনে লেখা একটি প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন :

"In India, I may say in all the oriental countries, women were looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better then a sort of speaking brutes." [Hindu Females] মধুসূদনের প্রত্যেক কাব্যে ও নাটকে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা লক্ষ্যণীয়। উল্লেখ্য যে কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'বীরাঙ্গনা' নারীমুক্তি আন্দোলনের হোতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গী করা হয়েছিল।

(গ) ইংরেজীতে বিখ্যাত কবি হওয়ার প্রবল বাসনা থেকে মাতৃভাষায় কাব্যরচনায় ফিরে আসেন কবি। সমসাময়িক তিনজন কবি : কাশীপ্রসাদ, রাজনারায়ণ, এবং মধুসূদন—এঁদের মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতা। ইংরেজীতে কাব্য রচনার মোহ থেকে সরে এলেও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে চাননি। য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব মধুসূদনের রচনায় শুধু নয়, নবজাগরণের যুগে সকলের লেখায়ই তা ছিল।

(ঘ) চিরন্তন ধারণা এবং ব্যক্তিগত মনোভাবের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব রাখতে চাননি কবি। শেষেরটিকেই জয়ী করেছেন। তাই বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ কবির কাছে ঘৃণাই কুড়িয়েছে আর রাক্ষসরাজ রাবণ হয়েছে মহৎ॥ লক্ষ্মণ নয়, মেঘনাদই তাঁর কাছে 'hero'

(ঙ) নবজারণের মূল কথা হল মানবতা—'Man is the measure of all things'—মানবতাই সমস্ত কিছুর মাপকাঠি। তাই রাক্ষস জেনেও ইন্দ্রজিৎ ও তার বধূ প্রমীলার জন্য মানবিক বেদনায় অশ্রুপাত করেছেন কবি। বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখেছেন :

"I can tell you have to shed many a tear for the glorious Rhaksasas, for poor Lakshmana, for Promila."

[মধুস্মৃতি / পরিশিষ্ট / নগেন্দ্রনাথ সোম]

চ) মধুসূদন যুগস্রষ্টা। তাঁর অমিত্রাক্ষর যুগচ্ছন্দ। তাঁর আগে পর্যন্ত অতি ব্যবহৃত পয়ার যে মহাকাব্য রচনার যোগ্য নয় কবি তা যথার্থ ই বুঝেছিলেন। পয়ারে চোদ্দো মাত্রা অমিত্রাক্ষরেও তাই। কিন্তু আবেগের প্রবহমানতা প্রথমটিতে বজায় থাকে না, দ্বিতীয়টিতে থাকে। 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনার সময় থেকেই তিনি এই নতুন ছন্দ বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। 'তিলোত্তমা সম্ভব'-এ এর উদ্ভব, 'মেঘনাদ বধ-এ উৎকর্ষ এবং 'বীরাঙ্গনা'য় পূর্ণতাপ্রাপ্তি।

Scanned by CamScanner